কলকাতা উচ্চ আদালত

দেওয়ানী আপিল বিচারক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি সৌমেন সেন

এবং

মাননীয় বিচারপতি উদয় কুমার

২০২১-এর এফ. এম. এ ৮০২

সঙ্গে

আই. এ. নং. ২০২১-এর ক্যান ২

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

বনাম

গণেশ চন্দ্র সামন্ত এবং অন্যান্য

আপিলকারী/রাষ্ট্রের জন্যঃ

শ্রী এস. এন. মুখার্জি, মাননীয়. এ. জি

শ্রীমতী কাকালি সমাজপতি, উকিল

শ্রী যশ সিংহি, উকিল

উত্তরদাতাদের জন্য নং ১ থেকে ১৫: শ্রী সুব্রত ঘোষ, উকিল

উত্তরদাতার জন্য নং ১৬: শ্রীমতি সুচিস্মিতা ঘোষ, উকিল

শ্রী মালয় কুমার সীল, উকিল

শুনানি শেষ হয়েছেঃ ১৬ শতাংশ অক্টোবর, ২০২৩

রায়; **২৯শে নভেম্বর, ২০২৩**

সৌমেন সেন, বিচারপতিঃ এই আপিলটি ৬ মার্চ, ২২০ তারিখের একটি রায় এবং আদেশের ভিত্তিতে উদ্ভূত হচ্ছে, যেখানে ১৫ জন রিট আবেদনকারী আবেদন করেছিলেন যে, ১লা এপ্রিল, ১৯৮১ থেকে কার্যকরভাবে ৪২৫-১০৫০ টাকা স্কেল প্রদানের জন্য বিবাদীদের (বর্তমান আপিলকারীদের) প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হোক, যাতে নিয়ম অনুসারে গ্রহণযোগ্য সমস্ত ভাতা এবং সুযোগ-সুবিধা সহ সমস্ত বকেয়া এবং সুদ ১লা এপ্রিল, ১৯৮১ থেকে কার্যকরভাবে বর্ধিত হারে গণনা করা হবে।

২। সংক্ষেপে বলা যায়, ১ থেকে ৯ নম্বর রিট আবেদনকারীরা রাম কৃষ্ণ মিশন শিল্পা মন্দিরে **কর্মশালা প্রশিক্ষক** হিসাবে কাজ করছেন এবং রিট আবেদনকারীরা নং ১০ থেকে ১৫ জন রাম কৃষ্ণ মিশন শিল্পা পীঠের সাথে সংযুক্ত। তাদের সবাইকে **কর্মশালা প্রশিক্ষক** হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। রিট আবেদনকারীরা **ডব্লিউপি ৩২২২ (ডাব্লু) ১৯৯৮ (সিবু গোপাল সাধুখান এবং অন্যান্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য**)-এ রিট আবেদনকারীদের জন্য সমান কাজের জন্য সমান বেতনের নীতির ভিত্তিতে সুবিধা দাবি করেছেন।

৩। **১৯৮১ সালের** আগে **সরকারি পলিটেকনিকের কর্মশালা প্রশিক্ষকদের** বেতন স্কেল ছিল ২৩০-৪২৯৫ টাকা এবং আরওপিএ বিধিমালা, ১৯৭০ অনুযায়ী প্রাথমিক শুরু ছিল ২৫০ টাকা, যেখানে **কর্মশালা/মিস্ত্রি প্রশিক্ষকদের জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পলিটেকনিকস**, বেতন স্কেল ছিল ২৩০-৪২৫ টাকা ।

রোপা বিধিমালা ১৯৮১ একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল নং৫৬৯১-এফ১৯৮১ সালের ২৮শে জুলাই। উক্ত নিয়মটি ভারতের সংবিধানের ৩০৯ অনুচ্ছেদের বিধানের অধীনে তৈরি করা হয়েছিল উক্ত নিয়মের অধীনে **কর্মশালা/সরকারের মিস্ত্রি প্রশিক্ষকদের** বেতন স্কেল ১৯৮১ সালের আগে প্রচলিত **পলিটেকনিকগুলি** ২৩০- ৪২৫ টাকা থেকে বাড়ানো হয়েছিল তিনটি বেতন স্কেল তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী। সেগুলি হলঃ

i) টাকা৪২৫-১০৫০ (স্কেল নং১১) **ডিপ্লোমাধারীদের জন্য** ।

ii) টাকা৩৮০-৯১০ (স্কেল নং. ৯) **বাণিজ্য শংসাপত্রধারীদের জন্য** ।

iiii) ৩৮৪০-৭৫০ টাকা (স্কেল নম্বর ৭) অন্যদের জন্য, **অ-ডিপ্লোমাধারী এবং অ-শংসাপত্রধারীরা।**

এই বেতন স্কেলগুলি তৎকালীন পে কমিশন দ্বারা সুপারিশ করা হয়েছিল।

৪. আবেদনকারীরা ১৯৭৭ সালের ১৬ই নভেম্বর গঠিত বেতন কমিশনের সুপারিশ বিবেচনা করে ১৯৮১ সালের ৩১শে জুলাই স্মারকলিপি জারি করেন, যার মাধ্যমে রাজ্য সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত পলিটেকনিকের কর্মশালা প্রশিক্ষকদের বেতন স্কেল 'টাকা২৩০-৪২৫' থেকে 'টাকা৩৬০-৮১৫'-তে উন্নীত করা হয় ছিল আরওপিএ বিধিমালা ১৯৮১-এর স্কেল নম্বর ৮-এর অনুরূপ।

৫। ১৯৮৫ সালে আরওপিএ বিধিমালা ১৯৮১ কার্যকর হওয়ার পর কর্মশালার প্রশিক্ষকদের একটি দল এই আদালতে ১৯৮৫ সালের সিও নং৩০২১ (ডাব্লু) (শিব নারায়ণ চক্রবর্তী এবং ২১ জন বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য) হিসাবে একটি রিট পিটিশন দায়ের করে এর জন্য সমান বেতনের ভিত্তিতে টাকা৪২৫-১০৫০ (স্কেল নং১১) এর উচ্চতর স্কেলের জন্য প্রার্থনা করে সমান কাজ। প্রাসঙ্গিক সময়ে তাদের বেতন স্কেলে ছিল ৩৪০-৭৮০ টাকা (স্কেল নং ৭) এবং ৩৮০-৯১০ টাকা (স্কেল নং ৯)। রিট আবেদনকারীরা ছিলেন সরকারি ওয়ার্কশপ ইন্সট্রাক্টর পলিটেকনিক ৬।

৬। ১৯৮৭ সালের ২২শে জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা (পশ্চিমবঙ্গে ওয়ার্কশপ প্রশিক্ষক/মিস্ত্রি প্রশিক্ষক সরকার এবং স্পনসরড পলিটেকনিক পদে নিয়োগ) বিধিমালা, ১৯৮৬ (সংক্ষেপে, "ওয়ার্কশপ প্রশিক্ষক বিধিমালা, ১৯৮৬) জারি করা হয়েছিল বিজ্ঞপ্তি নং২১-সংস্করণ (টি ই টি)/১০ আর-৩/৮৬-এর মাধ্যমে, ভারতের সংবিধানের ৩০৯ অনুচ্ছেদের বিধানের অধীনে সরকার দ্বারা। ১৯৮৭ সালের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সমস্ত ওয়ার্কশপ/মিস্ত্রি প্রশিক্ষকদের জন্য সমানভাবে ২২৭৪ জুলাই, ১৯৮৭-এর পরে নিযুক্ত সরকারী এবং সরকারী সহায়তাপ্রাপ্ত পলিটেকনিক সহ সমস্ত কাজের জন্য নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা একই ছিল। যাইহোক, যে কর্মশালা/মিস্ত্রি প্রশিক্ষকদের ২২৫৪ জানুয়ারী, ১৯৮৭ এর আগে নিয়োগ করা হয়েছিল, তারা তাদের অনুযায়ী বেতন স্কেল আঁকতে থাকবে রোপা বিধিমালা, ১৯৮১-এর অধীনে সংশ্লিষ্ট বেতন স্কেল।

৭। ১৯৯০ সালের ৭ই মার্চ স্মারকলিপির নং ৩৩-সংস্করণ (বি) মাধ্যমে বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার ১৯৮৭ সালের ৩০শে জানুয়ারি গঠিত বেতন স্কেল এবং সংশোধন করে সংশোধিত বেতন স্কেল সেই তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়েছিল (রোপা নিয়ম ১৯৯০ ")।

৮. উক্ত স্মারকলিপিতে, টাকা ৩৮০-৯১০- এর বেতন স্কেল (স্কেল নং ৯) কে টাকা১২৬০-২৬১০ (স্কেল নং ৯) হিসাবে সংশোধন করা হয়েছিল।

৯। স্মারকলিপি নং৩৩-সংস্করণ (বি) এবং টাকা৩৬০-৮১৫-(স্কেল) বেতনের উক্ত স্কেলের মাধ্যমে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত পলিটেকনিকগুলির জন্য ১৯৮১ সালের পৃথক আরওপিএ বিধিমালাও সংশোধন করা হয়েছিল (স্কেল সংখ্যা ৮) সংশোধন করে টাকা১২০০-থেকে ২৩৬০/- করা হয়েছে।

১০। ইতিমধ্যে শিব নারায়ণ চক্রবর্তী (উপরে) (১৯৯৫ সালের সিও নং ৩০২১ (ডবলু)) বিবেচনার জন্য এসেছিলেন এবং ২২ তারিখে আগস্ট, ১৯৯০ এর আগে জারি করা নিয়মটিকে পরম একপক্ষীয় করা হয়েছিল।

১১। ১৯৮৫ সালের সিও নং ৩০২১ (ডাব্লু)-তে রিট আবেদনকারীদের টাকা ৪২৫ থেকে টাকা ১০৫০-এর সংশোধিত বেতন স্কেলের সুবিধাগুলি মুছে ফেলা হয়েছিল এবং উত্তরদাতাদের এই ধরনের সুবিধাগুলি রিট -কে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল রিট জারির ৩ মাসের মধ্যে আবেদনকারীরা।

১২। এই আদেশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, রাজ্যটি মহামান্য আদালতে কোনও হাজিরা দেয়নি। ১৯৮৭ সালের ২২৪ জানুয়ারির বিজ্ঞপ্তি বিবেচনা না করেই উক্ত আদেশটি পাস করা হয়েছিল। কারিগরি শিক্ষা বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার মেমো নং ৬১৮-টেট (পলি) তারিখ -এর মাধ্যমে ৩০শে অক্টোবর, ১৯৯৫, ১৯৮৫ সালের সিও নং ৩০২১ (ডবলু) ১লা এপ্রিল, ১৯৮৪ থেকে কার্যকর।

১৩। ১৯৯৬ এবং ১৯৯৭ সালে ১৯৮৫ সালের সিও নং ৩০২১ (ডবল্যু)-এর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রাজ্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে বিভিন্ন পিটিশন পাঠানো হয়েছিল, যেমন, টি.এস.নং.১৮/১৯৯৬,১৫৮৭/১৯৯৬, ১৯৯৭ সালের ইত্যাদি এবং ওএ নং ১২৫৩ এবং অন্যান্য।

১৪। ১৯৮৭ সালের ১১ই এপ্রিল রাজ্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ১৯৯৬ সালের টিএ নং ১৮-এর নিষ্পত্তি করে নির্দেশ দেয় যে আবেদনকারীদের ১লা এপ্রিল, ১৯৮১ থেকে ৩০শে অক্টোবর, ১৯৯৫ তারিখের জিও নং ৬১৮-টিইটি (পলি)-এর পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত বেতন স্কেলের সুবিধা গ্রহণ করা উচিত। রাজ্যের বিদ্বান উকিলের ছাড়ের ভিত্তিতে এই আদেশ জারি করা হয়েছিল যে আবেদনকারীকে এই সুবিধা অস্বীকার করে শিব নারায়ণ চক্রবর্তীকে (উপরে) অনুসরণ করার ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হয়েছিল। তবে, ২২৫৪ জানুয়ারি, ১৯৮৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি এবং তাই বিবেচনা করা হয় না।

১৫। ১৯৯৬ সালের টিএ নং ১৫৮৭-এর নিষ্পত্তি করে পশ্চিমবঙ্গের কারিগরি শিক্ষা পরিচালককে আবেদনকারীর মামলাটি ৬০ দিনের মধ্যে বিবেচনা করার নির্দেশ দেয় আদেশের যোগাযোগ। এবারও ট্রাইব্যুনাল ২৭শে জুন, ১৯৮৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তি বিবেচনা করেনি।

পরবর্তীকালে ১৯৯৭ সালের ৭ই নভেম্বর রাজ্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল টিএ নং ১৯০এফ১৯৯৬-এর নিষ্পত্তি করে যার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের কারিগরি শিক্ষা পরিচালককে আবেদনকারীর মামলাটি উক্ত আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পূর্ববর্তী ম্যাটের মতো ২২৪শে জানুয়ারির বিজ্ঞপ্তি, ১৯৮৭/৭ বিবেচনা করা হয়নি। ১৯৯৮ সালের ১২ই জানুয়ারি রাজ্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ১৯৯৭ সালের ওএ নং ১২৫৩-এর নিষ্পত্তি করে পশ্চিমবঙ্গ কারিগরি শিক্ষা সরকারের সচিবকে জি. ও-এর পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীদের সংশোধিত বেতন স্কেলের সুবিধা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। আদেশটি প্রেরণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ১৯৯৫ সালের ৩০শে অক্টোবর তারিখের নং ৬১৮-টেট (পলি)। ট্রাইব্যুনাল অবশ্য ২২৪ তারিখের বিজ্ঞপ্তি বিবেচনা করেনি জানুয়ারী, ১৯৯৭ বিবেচনার নির্দেশ দেওয়ার সময়।

১৬। ১৯৯৮ সালে একটি পৃথক রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল যা ছিল ডবলুপি নং ৩২২২ (ডবলু) ১৯৯৮ (সিবু গোপাল সাদুখান এবং ২১ ওরস বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও ওরস) স্পনসরড পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলির ওয়ার্কশপ প্রশিক্ষক/মিস্ত্রি প্রশিক্ষকদের দ্বারা দাবি করা হয়েছিল ৪২৫-১০৫০ টাকা এর বেতন স্কেল (রোপা বিধিমালা ১৯৮১-এর স্কেল নং ১১)।

১৭. ১৯৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর গঠিত বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে, কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ ১৭ই মে, ১৯৯৯ তারিখ থেকে সরকারী স্পনসরিত পলিটেকনিকগুলির বেতন স্কেল সংশোধন করে। কর্মশালার প্রশিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত সংশোধিত বেতন স্কেল নিম্নরূপ:

এ. কর্মশালা প্রশিক্ষক (ডিপ্লোমাধারীদের জন্য):-৪৫০০-৯৭০০ টাকা (স্কেল নম্বর ১০)

বি. কর্মশালার প্রশিক্ষক (অন্যান্য)-৪০০০-৮৮৫০ টাকা (স্কেল নম্বর ৯কিউ)।

১৮। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ (নিরীক্ষা) বিভাগ ২০০১ সালের ৩৪শে জানুয়ারি একটি মেমো জারি করে যাতে বলা হয় যে, কর্মশালা/মিস্ত্রি প্রশিক্ষকদের বিষয়টি বিবেচনা করার পর চতুর্থ বেতন কমিশনে ৯ নম্বর স্কেল থেকে ২ নম্বর স্কেলে বেতন স্কেলের মানোন্নয়নের কোনও যোগ্যতা নেই কারণ ১৯৮৭ সালের ২২৪শে জানুয়ারির প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রণীত নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী, সরকার ও সরকারের সমস্ত কর্মশালা/মিস্ত্রি প্রশিক্ষকদের জন্য যোগ্যতা ও বেতন স্কেল স্পন্সর করা পলিটেকনিকগুলি একই হওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল।

১৯। ৪র্থ বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারিগরি ও প্রশিক্ষণ বিভাগের অধীনে বিভিন্ন পলিটেকনিকের সমস্ত ওয়ার্কশপ প্রশিক্ষক/মিস্ত্রি প্রশিক্ষক পদের জন্য স্কেল নম্বর ৯ নির্ধারণ করেছেন। তবে ২২শে জানুয়ারী, ১৯৮৭ সালের পূর্বে নিযুক্ত কর্মচারীরা যারা ১০ নং স্কেল উপভোগ করেছেন, তারা ১৯৯৮ সালের রোপা-র সংশোধিত ১০ নং বেতন স্কেল অনুসারে তাদের বেতন গ্রহণ অব্যাহত রাখবেন।

২০।   ২০০১ সালের নভেম্বরে পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশিক্ষক/মিস্ত্রি প্রশিক্ষক ২০০১ সালের ডব্লিউ. পি ১৮৩৬১ (ডব্লিউ) নামে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন, (গণেশ সি. সামন্ত ও ও. আর বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য) যা -১০৫০ (আর. ও. পি. এ বিধিমালা ১৯৮১-এর স্কেল স্কেলের সুবিধা নং১১.

২১.   সিবু গোপাল সাঁধুখা ও অন্যান্য (উপরে উল্লিখিত) মামলায়, ২০০৩ সালের ৯৮শে সেপ্টেম্বর বিদ্বান একক বিচারক তিন মাসের মধ্যে বকেয়া সহ আবেদনকারীদের উচ্চতর বেতন স্কেল মঞ্জুর করে একটি আদেশ জারি করেছিলেন। বিষয়টি নিষ্পত্তি করার সময় বিদ্বান একক বিচারক নথিভুক্ত করেছেন যে একাধিক সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও রাজ্য বিরোধিতায় কোনও হলফনামা দাখিল করেনি বা আদালতে উপস্থিত হয়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২২২৪ জানুয়ারী, ১৯৮৭ এবং প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০১ সালের ৩ জানুয়ারি তারিখের মেমো বিবেচনা করা হয়নি।

২২। ২০০২ সালের ওএ নং ১২২৮-এ (দীপঙ্কর দে (উপরে)), শিক্ষিত রাজ্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ২০০৪ সালের ৩০শে জুলাই একটি আদেশ জারি করেন

আবেদনকারীদের যুক্তি গ্রহণ করে এবং পর্যবেক্ষণ করে যে তারা টাকা ৪২৫-১০৫০ (স্কেল নং ১১) এর বেতন স্কেলে কর্মশালার প্রশিক্ষকদের সাথে একইভাবে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের সচিবকে আবেদনকারীদের একই সুবিধা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যা **১৯৯৬ সালের টিএ নং ১৮ এবং ১৯৯৭ সালের টিএ নং ১২৫৩**-এ আবেদনকারীদের চার মাসের মধ্যে দেওয়া হয়েছিল আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে।

২৩। পূর্বোক্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজ্যটি ২০০৫ সালে এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চে ২০০৫ সালের ডব্লিউপিএসটি নং ৭৫৫ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম দীপঙ্কর দে ও ওআরএস) নামে একটি আপিল দায়ের করে। পরবর্তীকালে রাজ্যটি ২০০৬ সালে ডাব্লুডাব্লুপি নং ৩২২২ (ডাব্লু) ১৯৯৮ সালের -তে ২০০৩ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর সিবু গোপাল সাধুখান (সুপ্রা)-এ পাস হওয়া আদেশের বিরুদ্ধে ২০০৬ সালের এমএটি নং ৪২০৭ নামে একটি আপিলও দায়ের করে।

২৪। ২০০১ সালের নভেম্বরে **গণেশ চন্দ্র সামন্ত ও অন্যান্য** (সুপ্রা) কর্তৃক দাখিল করা রিট আবেদনটি ৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ তারিখে মাননীয় বিচারপতি দেবাশীষ কর গুপ্ত (এই কাউন্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি) শুনানি এবং নিষ্পত্তি করেন। এই আবেদনে রাজ্য বিবাদীকে ১ এপ্রিল, ১৯৮১ থেকে কার্যকরভাবে ৪২৫-১০৫০ টাকার সংশোধিত বেতন স্কেলের সুবিধা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে রিট আবেদনগুলিতে এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট স্কেলে বা সময়ে সময়ে সংশোধিত স্কেলে তা প্রদান করা হয়। আদেশে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে রাজ্য কোনও উপস্থিতি দেখায়নি। ফলস্বরূপ, ২২ জানুয়ারী, ১৯৯৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তি এবং ৩ জানুয়ারী, ২০০১ তারিখের স্মারকলিপি বিবেচনা করা হয়নি।

২৫। ২০০৬ সালের এমএটি নং ৪২০৭ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম সিবু গোপাল সাদুখান ও অন্যান্য) মামলার ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা আবেদনটি ১১১৬ দিনের অতিরিক্ত বিলম্বের কারণে ২০০৭ সালের ২২শে আগস্ট ডিভিশন বেঞ্চ খারিজ করে দেয় আপিল দায়ের করার সময়।

২৬। রাজ্য সরকার ২০০৭ সালের সিএএন নং৬২৭৩ নামে ২৩শে জুলাই, ২০০৭ তারিখে ৪ শতাংশ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ তারিখে ২০০১ সালের এন ডব্লিউপি নং ১৮৩৬১ (ডব্লিউ) (গণেশ চন্দ্র সামন্ত ও অন্যান্য) প্রদত্ত রায় প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করে।

২৭।২০০১ সালের ডব্লিউ. পি ১৮৩৬১ (ডব্লিউ)-এ বর্তমান পিটিশনের ১ - ৯ নম্বর রিট আবেদনকারী গণেশ চন্দ্র সামন্ত ও অন্যান্য, যাঁরা প্রাথমিকভাবে রাম কৃষ্ণ মিশন শিল্পা মন্দিরে কর্মশালা প্রশিক্ষকের পদে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের সরকারি পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছিল ১১ই ডিসেম্বর, ২০০৭ তারিখের মেমো ৩৫৭৬/টিইটি-র ভিত্তিতে কর্মচারী।

২৮। ২০০৮ সালে রাজ্যটি ২০০৮ সালের এসএলপি নং ৮৩ হিসাবে একটি বিশেষ অনুমতি পিটিশন সুপ্রিম কোর্টের সামনে এর বিরুদ্ধে পেশ করে ২২ আগস্ট, ২০০৭ তারিখের আদেশ ২০০৬ সালের ম্যাট নং ৪২০৭-এ পাস হয়েছে।

২০০৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট এসএলপি খারিজ করে দেয় এবং ২০০৬ সালের এমএটি নং ৪২০৭-তে ২০০৭ সালের ২২৪শে আগস্টের মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের আদেশটি নিশ্চিত করা হয়। তবে, উক্ত আদেশে আরও নথিভুক্ত করা হয়েছে যে ভুল প্রজ্ঞাপন প্রয়োগের বিষয়ে উত্থাপিত প্রশ্নটি খোলা রয়েছে। উক্ত আদেশটি পড়েঃ

হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ একটি আন্তঃ আদালতের আবেদনে ১১১৬ দিনের মোট বিলম্বকে ক্ষমা করা উপযুক্ত বলে মনে করেনি। হাইকোর্টের মতে, এটি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি এবং বিলম্বকে ক্ষমা করার কোনও "পর্যাপ্ত কারণ" ছিল না। আমরা উক্ত আদেশে কোনও দুর্বলতা খুঁজে পাইনি। বিশেষ অনুমতির আবেদনটি হল বরখাস্ত।

আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত কৌঁসুলি বলেছিলেন যে এমনকি যোগ্যতা, শিক্ষিত একক বিচারপতির পাশাপাশি ডিভিশন বেঞ্চ বিজ্ঞপ্তি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ভুল ছিল যা প্রযোজ্য ছিল না উত্তরদাতা-কর্মচারীকে। এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে আমরা আবেদনটি খারিজ করে, শুধুমাত্র এই ভিত্তিতে যে ডিভিশন বেঞ্চ বিলম্বকে ক্ষমা করা ভুল ছিল না, আমরা কোনও মতামত প্রকাশ করি না।সেই প্রশ্নটি খোলা রাখা হয়েছে।: (জোর দেওয়া হয়েছে)।

২৯। রাজ্য ২৬শে মার্চ, ২০০৮ তারিখে ২০০৮ সালের ক্যান নং ২৭৯৬, ডবলু পি নং ১৮৩৬১(ডবলু) অফ ২০০১, অর্থাৎ গণেশ চন্দ্র সামন্ত এবং ওরস (সুপ্রা) এর কাছে একটি আবেদন দাখিল করে, যেখানে ১৮ই জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ২০০৮ সালের এস এল পি নং ৮৩-এ প্রদত্ত পূর্বোক্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিবাদীদের অধিকারের বিষয়ে নতুন রায়ের পরে যথাযথ আদেশের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে, ২৬শে নভেম্বর, ২০১০ তারিখে, আদেশ প্রত্যাহারের আবেদন এবং বিলম্বের জন্য যথাক্রমে ২০০৭ সালের ক্যান ৬২৭৬ এবং ২০০৭ সালের ক্যান নং ৬২৭৩, ডবলু পি ১৮৩৬১ (ডবলু) of ২০০১ (গণেশ চন্দ্র সামন্ত) (সুপ্রা) -এ দায়ের করা আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০০৬ তারিখের আদেশটি খরচ সংক্রান্ত কোনও আদেশ ছাড়াই প্রত্যাহার করা হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০০৬ তারিখের আদেশ প্রত্যাহারের পরিপ্রেক্ষিতে, উপরোক্ত রিট আবেদনের সাথে সম্পর্কিত ২০০৭ সালের WPCRC নং ৬০৪৫ -এ জারি করা অবমাননার রুল খারিজ করা হয়।

৩০। ২০০৭ সালের ক্যান নং ৬২৭৩ প্রত্যাহারের আবেদনে ২০১০ সালের ২৬শে নভেম্বর উপরের আদেশটি পাস হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১১ সালের ২৭শে জুলাই মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনটি খারিজ করে দেয় এবং সংযুক্ত আবেদনটি ২০১১ সালের এমএটি নং ৪৮৮ এবং ২০১১ সালের ক্যান নং ৪৯০৫ রিট আবেদনকারীদের দ্বারা এর বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় প্রত্যাহারের ক্রম।

৩১। তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনে রাজ্য তার হলফনামা-ইন- দাখিল করে বিরোধী ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখে।

৩২. রিট আবেদনের বিচারাধীন থাকাকালীন, মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ তারিখে **২০০৫ সালের ডবলু পি এস টি নং ৭৮৫৫** (**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম দীপঙ্কর দে এবং অন্যান্য**) মামলায় একটি আদেশ জারি করে, যার ফলে **২০০২ সালের ওএ নং ১২২৮** মামলায় ৩০শে জুলাই, ২০০৪ তারিখের আদেশ বাতিল করা হয়।

আদেশে ট্রাইব্যুনালকে বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ২০০২ সালের ওএ নং ১২২৮-এ আবেদনকারী ২৫৪ নভেম্বর, ১৯৮৭-এ নিযুক্ত কর্মশালার প্রশিক্ষক হিসাবে সর্বোচ্চ বেতন পাওয়ার অধিকারী কিনা। ৩০৮ জুলাই, ২০০৪-এর আদেশটি এই ভিত্তিতে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল যে ট্রাইব্যুনাল ২০০২ সালের ও এ নং ১২২৮-এ আবেদনকারীরা ২৪ নভেম্বর, ১৯৮৭-এ নিযুক্ত কর্মশালার প্রশিক্ষকদের মতো একইভাবে অবস্থিত কিনা তা বিবেচনা করেনি, তবে প্রদত্ত সুবিধাগুলি মূল আবেদনের ফলাফল মেনে চলবে।

৩৩. বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন যে, ১৯৮৭ সালের বিজ্ঞপ্তি বা ২০০১ সালের মেমো বিবেচনা না করেই পূর্ববর্তী সমস্ত আদেশ জারি করা হয়েছিল এবং তাই এই সিদ্ধান্তগুলি আকস্মিক। তাছাড়া ২০০৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮ সালের এসএলপি-তে রিট পিটিশনে উত্থাপিত বিষয়টি পূর্ববর্তী রিট কার্যধারায় করা কোনও পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নতুন করে বিচার করা প্রয়োজন এবং উক্ত আদেশটি রেস জুডিকাটা হিসাবে কাজ করতে পারে না। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে ২০০৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আদেশের পরে বর্তমান রিটের সাথে জড়িত বিষয়টি নিয়ে কোনও নতুন মামলা দায়ের করা হয়নি। অতএব, পশ্চিম বাংলা রাজ্যের পক্ষ থেকে কোনও বাধা নেই ১৯৮৭ সালের বিজ্ঞপ্তি বা ২০০১ সালের স্মারকলিপির উপর নির্ভর করবে।

৩৪. শ্রী মুখার্জী দাখিল করেন যে বিজ্ঞ একক বিচারকের উপর নির্ভরশীল সিদ্ধান্তগুলি ইনকিউরিয়াম অনুসারে, কারণ সেগুলি ২১শে জানুয়ারী, ১৯৮৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ২১-এডন(টি ই টি)/১০আর-৩/৮৬, অর্থাৎ ১৯৮৭ সালের বিজ্ঞপ্তি এবং ৩রা জানুয়ারী ২০০১ তারিখের স্মারক নং ৫-এফ(আইন) অর্থাৎ ২০০১ সালের স্মারক সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত গৃহীত হয়েছিল। এই বিজ্ঞপ্তিগুলির সংবিধির শক্তি বা একটি কর্তৃপক্ষ রয়েছে যা পক্ষগুলির সম্পর্ক পরিচালনা করে এবং বিষয়টির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আদালত দ্বারা বিবেচনা করা প্রয়োজন পূর্বোক্ত নিয়মগুলি বিবেচনা না করার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্বান একক বিচারপতির উপর নির্ভর করা পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি আপাতদৃষ্টিতে হয় এবং এই বিষয়ে বিদ্বান অ্যাটর্নি জেনারেল দিল্লি পৌর কর্পোরেশনের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন। ভি. গরম কৌর ১৯৮৯ সালে (১) এস. সি. সি ১০১ অনুচ্ছেদ ১১ এবং রাও বনাম নিখিল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও অন্যান্য, ২০10 সালে (৫) এস. সি. সি ৫১৩ অনুচ্ছেদ ৫৪ এবং ৫৫-এ রিপোর্ট করেছিলেন। অতএব, উপরের উল্লিখিত সমস্ত আদেশগুলি অসঙ্গতিপূর্ণ, কারণ তারা ১৯৮৭ সালের বিজ্ঞপ্তি এবং ২০০১ সালের মেমো বিবেচনা করে না, যদিও ১৯৮৭ সালের প্রজ্ঞাপনে বিধিবদ্ধ শক্তি রয়েছে। আদালতের সকল আদেশ, যেমন ৩০.১০.১৯৯৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি, মেনে রাজ্য কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো আদেশ ১৯৮৭ সালের বিজ্ঞপ্তি বা ২০০১ সালের স্মারকলিপি এবং আরও অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পথে বাধা হতে পারে না, যখন আদালতের আদেশগুলি আইনানুগভাবে জারি করা হয় এবং অবমাননার হুমকির মুখে তা পালন করা হয়।

৩৫. শুধুমাত্র যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উপরোক্ত আদেশের নির্দেশাবলী মেনে চলেছে, তাদের বিরুদ্ধে অবমাননার কার্যধারার হুমকির বিষয়ে, এর অর্থ এই নয় যে ২২.০১.১৯৮৭ এবং ০৩.০১.২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির বিধিবদ্ধ শক্তি হারায়।

৩৬। সম্পূর্ণরূপে বিকৃত এবং আইনের দিক থেকে খারাপ আদেশের ভিত্তিতে উত্তরদাতারা সমান কাজের জন্য সমান বেতনের দাবি করতে পারবেন না। এটি প্রতিষ্ঠিত আইন যে ১৯৫০ সালের ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদ কোনও অবৈধতাকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে নয় বা কোনও নেতিবাচক সমতার ব্যবস্থা করে না। অতএব, কাউকে কোনও ভুল পদক্ষেপের পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য করা যেতে পারে না যা ২০০৪ সালে এস. সি. সি অনলাইন অল ১৮৫৬-এর ৯২-৯৬ অনুচ্ছেদে এবং হরিয়ানা রাজ্য ও অন্যান্য বনাম রাম কুমার মানব রিপোর্ট করেছেন ১৯৯৭ সালে (৩) ৩ অনুচ্ছেদে এসসিসি ৩২১।

৩৭. শ্রী অ্যাডভোকেট জেনারেল ১৯৯১ সালে প্রকাশিত পেরিয়ার এবং পারিকান্নি রাবার্স লিমিটেড বনাম কেরালা রাজ্য মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে যুক্তি দিয়েছেন যে রাজ্য সরকারের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবীর দ্বারা প্রদত্ত কোনও ছাড় রাজ্যকে আবদ্ধ করতে পারে না যদি না তা রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল দ্বারা দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ১১ এপ্রিল, ১৯৮৭ তারিখের আদেশে লিপিবদ্ধ ছাড়গুলি রাজ্য আইনজীবীর ছাড়ের ভিত্তিতে রিট পিটিশনগুলিকে অনুমতি দেওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে আবদ্ধ করা যাবে না।

৩৮। এটি বলা হয়েছে যে উত্তরদাতা নং ৮ এবং ১৩ ব্যতীত সমস্ত উত্তরদাতা ১৯৮৭ সালের বিজ্ঞপ্তি এবং ২০০১ মেমোতে নির্ধারিত বেতন স্কেল অনুসারে বেতন নেওয়ার অধিকারী কারণ তারা সকলেই ১৯৯৭ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে যোগদান করেছিলেন। তবে, উত্তরদাতা নং ৮ এবং ১৩-এর দাবিগুলি মোটেও রক্ষণযোগ্য নয় কারণ তারা ১৯৭৪-১৯৭৫-এর মধ্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে ডবলু পি ১৮৩৬১ (ডবলু) দাখিল করেছিলেন, যা তাদের নিয়োগের ২০ বছরেরও বেশি সময় পরে। তাদের দাবি অযৌক্তিক -এর ভিত্তিতে প্রত্যাখ্যান করতে হবে বিলম্ব এবং ল্যাচ।

৩৯। সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত পলিটেকনিকের কর্মশালা/মিস্ত্রি প্রশিক্ষকদের শুধুমাত্র ১৯৮৭ সালের বিজ্ঞপ্তি এবং ২০০১ সালের মেমোতে নির্ধারিত বেতন স্কেল অনুযায়ী বেতন তোলার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এখানে উত্তরদাতাদের শুধুমাত্র ৯ নম্বর স্কেল করার অধিকার রয়েছে এবং বিদ্যমান সংশোধিত স্কেল নং ১০ ছাড়া।

৪০. বিবাদী পক্ষের পক্ষে উপস্থিত শ্রী সুব্রত ঘোষ বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যে, রিট আবেদনটি সংবিধানে বর্ণিত স্পষ্ট বৈষম্য এবং সমান কাজের জন্য সমান বেতন অস্বীকারের পরিপ্রেক্ষিতে দাখিল করা হয়েছিল, যা মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট এবং বিভিন্ন মাননীয় হাইকোর্টের অসংখ্য সিদ্ধান্তে স্বীকৃত এবং পুনরাবৃত্ত হয়েছে। বিজ্ঞ আইনজীবী ১৯৮৫ সালের দেওয়ানি রুল নং ৩০২১(ডব্লিউ), ১৯৯৬ সালের টিএ ১৮, ১৯৯৬ সালের টিএ ১৯, ১৯৯৬ সালের টিএ ১৫৮৭ এবং ১৯৯৭ সালের ওএ নং ১২৫৩ এবং অন্যান্য সমস্ত অনুরূপ বিষয়ে প্রদত্ত রায়ের উল্লেখ করেছেন যেখানে পূর্বোক্ত নীতিটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল।

৪১. শ্রী ঘোষ বলেছেন যে ১৯৯৬ সালের টিএ ১৮ এবং ১৯৯৬ সালের টিএ ১৯-এ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সমান কাজের জন্য সমান বেতন অস্বীকার করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলি আবেদনকারীর জন্য বাধ্যতামূলক। রাজ্য এই পর্যায়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারে না এবং বলতে পারে না যে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলি বাধ্যতামূলক নয়। শ্রী ঘোষ ২০০১ সালের ডব্লিউপি নং ১৮৩৬১ (ডাব্লু) (গণেশ চন্দ্র সামন্ত ও অন্যান্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য)-এ আবেদনকারীদের পক্ষে দায়ের করা বিরোধী হলফনামার কথা উল্লেখ করেছেন এবং জমা দিয়েছেন যে রিট আবেদনের দীর্ঘ শুনানি হয়েছিল এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। রিট পিটিশনে উত্থাপিত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং -এর পক্ষ থেকে উত্থাপিত সমস্ত আপত্তি বিবেচনা করে আপিলের অধীনে রায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ১১, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৫ অনুচ্ছেদ থেকে যা স্পষ্ট হবে তা উল্লেখ করুন।

উল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলি নীচে পুনরুত্পাদন করা হয়েছেঃ

১১. রোপা বিধিমালা, ১৯৮১ ঘোষণার আগে, রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন পলিটেকনিক এবং স্পনসর করা পলিটেকনিকের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কর্মশালা প্রশিক্ষক একই মাত্রার বেতন উপভোগ করছিলেন। সমস্যা শুরু হয় যখন রোপা বিধিমালা, ১৯৮১ চালু করা হয়। উল্লিখিত আরওপিএ বিধিমালা রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন পলিটেকনিকগুলিতে তিনটি ভিন্ন মাত্রার বেতন এবং স্পনসর করা পলিটেকনিকগুলিতে দুটি ভিন্ন মাত্রার বেতনের ব্যবস্থা করে। এই ধরনের ভিন্ন মাত্রার বেতন প্রবর্তন কর্মশালার প্রশিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দেয় এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাসকে সফলভাবে চ্যালেঞ্জ জানায় কর্মশালার প্রশিক্ষকদের ।

১২. আবেদনকারীদের মূল যুক্তি হল যে, বিভিন্ন পলিটেকনিকের (সরকারি ও পৃষ্ঠপোষককৃত) সমস্ত কর্মশালা প্রশিক্ষক একই ধরনের বা একই ধরনের কাজ করছেন এবং তাই তাঁদের মধ্যে কোনও বৈষম্য প্রবর্তন করা যাবে না। একই ধরনের কাজ করা আবেদনকারীদের 'সমান কাজের জন্য সমান বেতন' প্রস্তাবের স্থির নীতির ভিত্তিতে অন্যদের তুলনায় কম বেতনে রাখা যাবে না। কয়েকটি প্রশ্ন বাদে, তাৎক্ষণিক রিট আবেদনকারী, সরকারের অন্যান্য কর্মশালা প্রশিক্ষক এবং স্পনসর করা পলিটেকনিকরা ১৯৮৭ সালের আগে বা তার পরে তাদের যোগ্যতা এবং নিয়োগ নির্বিশেষে '৪২৫/- ১০৫০' টাকা স্কেল পাচ্ছেন। এখানে আবেদনকারীদের এবং ১৯৯৮ সালের ডব্লিউপি ৩২২২ (ডব্লিউ)-এর রিট আবেদনকারীদের মধ্যে কোনও পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য এই আদালতের নজরে আনা হয়নি।

১৩। আবেদনকারীদের উত্থাপিত দাবির ভিত্তি হল এই যে, তাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব ১৯৯৮ সালের ডবলু পি ৩২২২ (ডবলু) তে আবেদনকারীদের কর্তব্য এবং দায়িত্বের মতোই। এই সমতার পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারীরা ১৯৯৮ সালের ডবলু পি ৩২২২ (ডবলু) তে আবেদনকারীদের যে সুবিধাগুলি প্রদান করা হয়েছে তার সমান সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

এই ধরনের সমতা সংক্রান্ত পরামিতিগুলি সন্তুষ্ট রয়েছে এবং আবেদনকারীদের একই সুবিধা অস্বীকার করা যাবে না। দায়িত্ব, নির্ভরযোগ্যতা এবং গোপনীয়তার কোনও পার্থক্য নেই এমন পদগুলির জন্য বেতন স্কেলের পার্থক্য বৈধ শ্রেণিবিন্যাসের আওতায় পড়বে না। বিষয় পদগুলির কাজের প্রকৃতি রেফারেন্স পদগুলির তুলনায় একই এবং কম কঠিন নয়। আবেদনকারী এবং আবেদনকারীদের মধ্যে আগের রিট পিটিশনে পার্থক্য যা শ্রী পি. বন্দোপাধ্যায় কোনও বৈধ ভিত্তির উপর ভিত্তি করে নয়।

১৪। হুগলি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং মালদা পলিটেকনিকের ওয়ার্কশপ প্রশিক্ষকদের দ্বারা ১৯৮৫ সালের ৩০২১ (ডাব্লু) নম্বরের রিট পিটিশনটি ১৯৮৩ সালের ১২ই মে এবং ১৯৮৩ সালের ৮ই জুলাই শিক্ষা বিভাগের উপ-সচিব, কারিগরি শাখা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দ্বারা জারি করা স্মারকলিপিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পেশ করা হয়েছিল, যা সরকারী পলিটেকনিকের ওয়ার্কশপ প্রশিক্ষকদের (বাণিজ্য শংসাপত্রধারী) 'টাকা ৩৮০-৯১০'-এর সংশোধিত স্কেলের যোগ্যতার বিষয়ে স্পষ্ট করে। ১৯৯০ সালের ২২শে আগস্টের একটি আদেশের মাধ্যমে, এই স্মারকলিপিগুলি বাদ দিয়ে উত্তরদাতাদের আবেদনকারীদের 'টাকা ৪২৫-১০৫০'-এর সংশোধিত স্কেলের যথাযথ সুবিধা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৫ সালের ৩রা অক্টোবর তারিখে একটি সরকারি আদেশ-টেট (পলি) এস-৭১৯৫ জারি করে রাজ্য উত্তরদাতাদের দ্বারা উক্ত আদেশটি মেনে চলা হয়। সেই সময়ে ১৯৮৬ সালের বিধিগুলি কার্যকর ছিল। এরপর ১৯৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি পলিটেকনিকের সদস্যরা তাদের বেতন স্কেল টাকা৪২৫-১০৫০-নির্ধারণের জন্য রাজ্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের দ্বারস্থ হন। বলেছে যে আবেদনকারীরা নন-ডিপ্লোমা হোল্ডার।

জি.ও. নং. ৬১৮ - টেট (পলি) তারিখ ৩০শে আগস্ট, ১৯৯৫ দ্বারা অন্যদের যে একই সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, তা ১১ই এপ্রিল, ১৯৯৭ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে বর্ধিত করা হয়েছিল। ১৯৯৬ সালের টি.এ. ১৮ (এস.পি. দে এবং অন্যান্য - বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য) এ পাস করা হয়েছিল। উক্ত আদেশটি ৩রা জানুয়ারী, ২০০১ তারিখের একটি স্মারকলিপির মাধ্যমে মেনে চলা হয়েছিল, যা অর্থ সরকারের সহকারী সচিব (নিরীক্ষা) বিভাগ দ্বারা জারি করা হয়েছিল এবং ২২শে মার্চ, ২০০১ তারিখের একটি স্মারকলিপি কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের উপ-সচিব দ্বারা জারি করা হয়েছিল। অন্য একটি আবেদনে ও. এ. নং কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দপ্তরের উপ-সচিব কর্তৃক ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ তারিখে জারি করা একটি স্মারকলিপির মাধ্যমে ২০০২ সালের ১২২৮ নম্বর অনুরূপ সুবিধাগুলি বাড়ানো হয়েছিল এবং উক্ত স্মারকলিপির সংযুক্তি ১৯৮৬ সালের বিধি কার্যকর হওয়ার পরে নিযুক্ত প্রশিক্ষকদের সুবিধার অনুদান প্রকাশ করে এবং এই যুক্তি যে ১৯৮৬ সালের বিধি চালু হওয়ার পরে নিযুক্ত প্রশিক্ষকদের অধিকার নেই তা এই আদালতে গ্রহণযোগ্য নয়। উত্তরদাতারা ভিন্ন নিতে পারবেন না তাদের প্রতিরক্ষা বিভক্ত করার পরে অনুরূপ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে দাঁড়িয়ে থাকে।

১৫. প্রশাসনিক পদক্ষেপের জন্য ন্যায্যতা এবং যুক্তিসঙ্গততা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন আদর্শ নিয়োগকর্তা হিসাবে রাজ্য সরকারকে অবশ্যই উচ্চ সততা এবং অকপটতার সাথে নিজেকে পরিচালনা করতে হবে এবং একই অবস্থানে থাকা কর্মকর্তাদের জন্য বর্ধিত সুবিধাগুলি আটকে রেখে নির্বিচারে কাজ করতে পারে না। এই আদালত সময়ে সময়ে যে পরিষেবা আইনশাস্ত্র তৈরি করেছে তা বলে যে একই অবস্থানে থাকা সমস্ত ব্যক্তির সাথে একই আচরণ করা উচিত একইভাবে। "

৪২. শ্রী ঘোষ বলেছেন যে পূর্ববর্তী বাধ্যতামূলক নজিরের একটি রায়ের উল্লেখ করা সিদ্ধান্ত সঠিক নাও হতে পারে, তবে এটি সুপ্রিম কোর্টের **সেন্ট্রাল বোর্ড অফ দাউদি বোহরা কমিউনিটি এবং অন্যান্য বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্য** -এর পর্যবেক্ষণ অনুসারে ইনকিউরিয়াম অনুসারে বলা যায় না, যা **এআইআর ২০০৫-এ রিপোর্ট করা হয়েছে ৭৫৫**-এ **এস সি ৭৫২** (অনুচ্ছেদ ৭)।

৪৩. শ্রী ঘোষ বলেছেন যে, উক্ত সিদ্ধান্তগুলির ৯ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই সিদ্ধান্ত বাতিল করা উচিত নয়, যদি তা করা চুক্তি বা সমঝোতায় প্রবেশ করা বা অন্যথায় নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিদের বৈধ প্রত্যাশাকে বিপর্যস্ত করে তাদের বিষয়গুলি উক্ত সিদ্ধান্তের বৈধতার উপর নির্ভরশীল।

৪৪. যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে, বর্তমান মামলায় রিট আবেদনকারীদের সমান কাজের জন্য সমান বেতনের মানদণ্ডের ন্যায্য প্রত্যাশা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত হয়েছে। সংবিধানের বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা থেকে সমান কাজের জন্য সমান বেতনের উদ্ভব হয়েছে। এই মামলায় মূল ভিত্তি হলো ১৯৯৮ সালের ডবলু পি ৩২২২ (ডবলু) (**শিবু গোপাল সাধুখান ও অন্যান্য**) অনুসারে রিট আবেদনকারীদের এবং রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন পলিটেকনিক এবং স্পনসরড প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত ওয়ার্কশপ প্রশিক্ষকদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব, তাই রিট আবেদনকারীদের সাথে ভিন্নভাবে আচরণ করা যাবে না।

৪৫। শ্রী ঘোষ দাখিল করেছেন যে, পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্যদের বনাম জগজিৎ সিং ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক এক রায়ে, ২০১৭(১) এস সি সি ১৪৮, পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে এটি নিয়মিত কর্মচারীদের মতো একই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকারী অস্থায়ী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শ্রী ঘোষ উক্ত রায়ের ৪২, ৫৬, ৫৭ এবং ৫৮ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে জোর দিয়েছেন যে, কৃত্রিম পরামিতিগুলি শ্রমের ফল বঞ্চিত করার জন্য প্রয়োগ করা যাবে না এবং একই কাজের জন্য নিযুক্ত একজন কর্মচারীকে একই অবস্থানে থাকা অন্যদের একই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে কম বেতন দেওয়া যাবে না। এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে, রিট আবেদনকারীরা রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন পলিটেকনিক এবং স্পনসরড প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত ওয়ার্কশপ প্রশিক্ষকদের মতো একই ধরণের কাজ করছেন, তাদের সাথে ভিন্নভাবে আচরণ করা যাবে না। এটি দাখিল করা হয়েছে যে ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ১৯৯৮ সালের ডবলু পি ৩২২২ (ডবলু) এ প্রদত্ত রায়টি ২০০৬ সালের ম্যাট ৪২০৭ অনুসারে আপিলের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল এবং ২২শে আগস্ট, ২০০৭ তারিখে বিলম্বের কারণে আপিলটি খারিজ করা হয়েছিল যার বিরুদ্ধে রাজ্য কর্তৃক এস এল পি গৃহীত হয়েছিল এবং ১৮ই জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখে SLP খারিজ করা হয়েছিল। রাজ্য ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩ তারিখে ১৯৯৮ সালের WP 3222 (ডবলু) এ প্রদত্ত রায় মেনে চলে, ১০ই মার্চ, ২০১৬ তারিখের আদেশ অনুসারে। দীর্ঘ আট বছর পর রাজ্য আদেশ মেনে চলে। এখন রাজ্য ভিন্ন অবস্থান নিতে পারে না। উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে এটি দাখিল করা হচ্ছে যে ২০০১ সালের ডবলু পি নং ১৮৩৬১ (ডবলু) এ প্রদত্ত রায়ে কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই এবং তাৎক্ষণিক আপিলের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

৪৬। শ্রী ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের বেতন কাঠামো সংশোধনের সুপারিশ করে ৫ম বেতন কমিশনের সদস্য সচিবের কাছে মেমো নং ৩১৮১ টেট -এর মাধ্যমে ২০০৮ সালের ৭ই নভেম্বর কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালকের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেছে। শ্রী ঘোষ -এর নিম্নলিখিত উদ্‌ধৃতাংশের উপর নির্ভর করেছেন সুপারিশঃ

কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ, ডাব্‌লু. বি. দুটি শাখার মাধ্যমে তার জনসেবা পরিচালনা করে-১. কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অধিদপ্তর. ২. শিল্প প্রশিক্ষণ অধিদপ্তর। প্রথমটি সরকারী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে রাজ্যে কারিগরি শিক্ষা প্রদান করে, পরেরটি সরকারী শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে একই কাজ করে। উভয় পরিচালকের একটি পদ রয়েছে-কর্মশালা প্রশিক্ষক/বেতনের স্কেল ব্যতীত সমস্ত দিক থেকে অনুরূপ। কর্মশালা/প্রশিক্ষকের কাজের প্রোফাইল পলিটেকনিক বা আইটিআই নির্বিশেষে কর্মশালার প্রশিক্ষণ ক্লাসে শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধানমূলক কাজ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা অন্তর্ভুক্ত করে। পলিটেকনিক প্রশিক্ষকের কাজের দায়িত্ব আসলে, সমান, যদি বেশি না হয়, যা একজন আইটিআই প্রশিক্ষককে দেওয়া হয়।

কিন্তু এটি লক্ষণীয় বিস্ময়কর যে, পলিটেকনিকের কর্মশালা-প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষকের বেতন স্কেল হল আইটিআই শংসাপত্রধারীর জন্য ৪০০০-৮৮৫০/- টাকা এবং ইঞ্জিনিয়ারের জন্য টাকা ৪৫০০-৯৭০০-কিন্তু কর্মশালার জন্য একই-আইটিআই-এর প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষক ৪৫০০-৯৭০০-টাকা । বর্তমানে পলিটেকনিকের প্রায় ৮৫ শতাংশ প্রার্থী আদালতের মামলাগুলির মাধ্যমে ৪৫০০-৯৭০০-টাকা এর সমান বেতন পাচ্ছেন। সম্প্রতি, পলিটেকনিকের কর্মশালা-প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতাকে ডিরেক্টরেট অফ পি১-এর সমতুল্য করার জন্য বিভাগে একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে শিল্প প্রশিক্ষণ।

এখন বেতনের বর্তমান স্কেল টি ৪০০০-৮৮৫০-টাকা কর্মশালার একটি বিভাগে ভর্তি-পলিটেকনিকের প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষকদের বেতনের স্কেলে উন্নীত করা যেতে পারে ৯৭০০/- সব দিক থেকে পার্টাইট বজায় রাখার জন্য।

বিচারপতি ল্যাবরেটরি সহকারীঃ

সেখানে ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্টের আরেকটি পদ রয়েছে, যা আরওপিএ-১৯৮১-এর আগে ওয়ার্কশপ প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষকের মতো এক মাত্রার বেতন পেত। প্রকৃতপক্ষে পলিটেকনিক ব্যবস্থায় ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্টের পদটি সর্বদা ওয়ার্কশপ প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষকের পদের চেয়ে উচ্চতর সরকারী শ্রেণিবিন্যাসে রাখা হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আরওপিএ-১৯৮১-এর প্রতিবেদনে বেতনের স্কেল উল্লেখ করা হয়নি। তবে, আরওপিএ-১৯৮১-এর পরে অর্থ বিভাগের দুটি সংশোধনী সহ, ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্টের বেতনের স্কেল টাকা৩৪০-৭৫০৯ (সমান। থেকে ৩৬০০-৭০৫০ টাকা) বরাদ্দ করা হয়েছিল।... কর্মশালার প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষকের বেতনের স্কেলের নিচে দুটি স্কেল। বর্তমানে ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্টরা একই স্কেল লে উপভোগ করছেন ৩৬০০-৭০৫০- টাকা। শিল্প প্রশিক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে সঙ্গতি রেখে ল্যাবরেটরি সহকারী পদের জন্য নিয়োগের যোগ্যতা প্রণয়নের জন্য সম্প্রতি বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।

অতএব আমরা পলিটেকনিক সিস্টেম ওয়ার্কশপ-প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষক এবং ল্যাবরেটরি সহকারী উভয় পদের জন্য শিল্প প্রশিক্ষণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক পদের অনুরূপ ৪৫০০-৯৭০০ টাকা বেতনের স্কেল বরাদ্দ করার অনুরোধ করছি।

উপরোক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে এবং পূর্ববর্তী আদেশ বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে, বেতন স্কেলের সমতা অস্বীকার করা যাবে না।

৪৭। রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প মন্দির এবং রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট কৌঁসুলি শ্রীমতী সুচিস্মিতা ঘোষ বলেছেন যে, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অধীনে সংশ্লিষ্ট বেতন স্কেল সহ শূন্যপদগুলি সরকার, অর্থ বিভাগ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প মন্দির দ্বারা প্রকাশিত বিজ্ঞাপন অনুসারে, কারিগরি শিক্ষা পরিচালকের দ্বারা অনুমোদিত এবং ডিটিই প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচন কমিটি প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল এবং তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে, রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পা মন্দিরের সচিব সরকারের কাছ থেকে আর্থিক ছাড়পত্র পাওয়ার পরে নিয়োগ করেছিলেন। সমস্ত কর্মীদের বেতন সরকারী কোষাগার থেকে শিল্পা মাদিরকে বিতরণের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। শিল্প মন্দির উক্ত অর্থ প্রাপ্তির পর সরকার কর্তৃক বিজ্ঞাপিত এবং অনুমোদিত বেতন স্কেল, ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি অনুসারে কর্মচারীদের সময়মত বেতন প্রদান করে।

৪৮। ইতিমধ্যে, রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প মন্দিরকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত পলিটেকনিক থেকে একটি স্ব-অর্থায়িত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। এই সময়ে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৎকালীন সমস্ত কর্মরত শিক্ষক ও কর্মীদের মধ্যে পৃথকভাবে "অপশন ফর্ম" প্রচার করেছিল। তাদের এক্সপ্রেস লিখিত অনুরোধ, তাদের সরকারি চাকরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

৪৯. রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প মন্দিরে কর্মশালার প্রশিক্ষক পদে প্রাথমিকভাবে যোগদানকারী ৯ জন উত্তরদাতা কে একটি বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মেমো নং ৩৫/৭৬/ টেট তারিখ ১১.১২.২০০৭-এর ভিত্তিতে সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। উপরের বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত তহবিল সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় বলে প্রফরমা উত্তরদাতাদের বেতনের স্কেল বাস্তবায়নের কোনও বাধ্যবাধকতা নেই উপরের পদ্ধতিতে।

৫০। উত্তরে শ্রী আইনজীবী জেনারেল বলেছেন যে তারা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কর্মশালার প্রশিক্ষক/মিস্ত্রি প্রশিক্ষক এবং পলিটেকনিকদের বেতন স্কেল পরিবর্তন করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে (কর্মশালার প্রশিক্ষক/মিস্ত্রি পদে নিয়োগ সরকার ও সরকারের প্রশিক্ষকের সাহায্যপ্রাপ্ত পলিটেকনিক

পশ্চিমবঙ্গ) বিধিমালা, ১৯৮৬, বিজ্ঞপ্তি নং ২১- সংস্করণ (টেট)/১০আর-৩/৮৬ তারিখ ২২.০১.১৯৮৭ ("১৯৮৭ বিজ্ঞপ্তি") এবং মেমো নং ৫-এফ (আইন) তারিখ ০৩.০১.২০০১ ("২০০১ মেমো")-এর মাধ্যমে জারি করা হয়েছে। ১৯৮৭ সালের বিজ্ঞপ্তি এবং ২০০১ সালের মেমো প্রশাসনের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ২২.০১.১৯৮৭-এর পরে নিযুক্ত সমস্ত কর্মশালা প্রশিক্ষক/মিস্ত্রি প্রশিক্ষক এবং ২২.০১.১৯৮৭-এর পরে নিযুক্ত স্পন্সর পলিটেকনিকদের বেতন পুনরায় নির্ধারণ করেছে, যা ৮ এবং ১৩ নম্বর উত্তরদাতাদের ব্যতীত সমস্ত উত্তরদাতাদের জন্য প্রযোজ্য হবে। পূর্বোক্ত বিজ্ঞপ্তিগুলিকে কখনও চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। আসলে, ৮ এবং ১৩ নম্বর উত্তরদাতাকে ১৯৭৪-১৯৭৫-এর মধ্যে নিয়োগ করা হয়েছিল, এবং তাদের দাবিগুলি ২০ বছর পরে রক্ষণযোগ্য নয়, এবং তাদের ডিপ্লোমা যোগ্যতার প্রয়োজনও ছিল না। এটি স্থিরীকৃত আইন যে, বিভিন্ন যোগ্যতা বা রাজ্যের নিয়োগ, শর্ত এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতাকে নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন বিধিবদ্ধ নিয়ম সহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে, চাকরির মূল্যায়নের জন্য কঠোর অনুশীলন করার পরে, বেতন কমিশনের মতো বিশেষজ্ঞ সংস্থা দ্বারা পরিচালিত চাকরির মূল্যায়নের কাজটি আদালতের করা উচিত নয়, যা ভারত সরকার বনাম ভারতীয় নৌবাহিনীর সিভিলিয়ান ডিজাইন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং অন্য একটি রিপোর্টে উল্লিখিত প্রশাসনের স্বাচ্ছন্দ্যের লক্ষ্যে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে ২০২৩ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ১৭৩ (অনুচ্ছেদ ১৪): ২০২৩ আই. এন. এস. সি ১৫২।

৫১। এটি বলা হয়েছে যে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক জারি করা ৭ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখের মেমো শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মীদের সাথে সম্পর্কিত এবং তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে এর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই, কারণ সমস্ত কর্মশালার প্রশিক্ষক/মিস্ত্রি প্রশিক্ষক বিশেষভাবে ১৯৮৭ সালের বিজ্ঞপ্তি এবং দ্বারা পরিচালিত হয় ২০০১ সালের মেমো।

৫২। বিতর্কিত আদেশে, বিচারপতি চক্রবর্তী ১৯৮৭ সালের বিজ্ঞপ্তি এবং ২০০১ সালের মেমো প্রসঙ্গে একটি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, "এই ধরনের যুক্তি এবং ৩৪শে জানুয়ারি, ২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তি বিবেচনা করে, মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩ তারিখের আদেশে হস্তক্ষেপ করেনি।" অতএব, উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে মাননীয় একক বেঞ্চ যে একমাত্র উল্লেখ করেছে তা হল ১৯৯৮ সালের ডব্লিউপি ৩২২২ (ডাব্লু)-এর ০৯.০৯.২০০৩ তারিখের আদেশ থেকে উদ্ভূত ২০০৬ সালের এমএটি ৪২০৭-এর ২২.০৮.২০০৭ তারিখের মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চের আদেশ সম্পর্কিত। তবে, মামলার যোগ্যতার মধ্যে প্রবেশ না করে, আপিল দায়ের করতে বিলম্বের ভিত্তিতে মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনটি খারিজ করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে, ০৯.০৯.২০০৩ তারিখের আদেশটি একটি একতরফা আদেশ ছিল এবং ১৯৮৭ সালের বিজ্ঞপ্তি বা ২০০১ সালের মেমো বিবেচনা করা হয়নি। অতএব, বিতর্কিত আদেশের পাশাপাশি তার আগের আদেশগুলি আরও বিশদভাবে আগে যুক্তি দেওয়া হয়েছে প্রতি ইনকিউরিয়াম। রিট-বিবাদীরা হাইকোর্টের আদেশ মেনে চলার সুযোগ নিতে পারবেন না, কারণ আদালত অবমাননার হুমকি রয়েছে।

৫৩। তাছাড়া, ২০০৮ সালের এসএলপি নং ৮৩-তে ম্যাট ৪২০৭-এর আদেশের তারিখ ২২.০৮.২০০৭-কে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, যেখানে ১৮.০১.২০০৮ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, সুপ্রিম কোর্ট বিলম্বের ভিত্তিতে ২২.০৮.২০০৭ তারিখের আদেশে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছিল। তবে, এটি উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট যোগ্যতার প্রশ্নটি উন্মুক্ত রেখেছিল। রিটের উত্তরদাতারা হাইকোর্টের মেনে চলা রাজ্যের সুবিধা নিতে পারে না অবমাননার হুমকির বিষয়ে আদেশ।

৫৪। রিট-উত্তরদাতাদের জেনেশুনে ২২.০১.১৯৮৭-এর পরে নিয়োগ করা হচ্ছে, এবং ১৯৮৭ সালের বিজ্ঞপ্তি এবং ২০০১ সালের মেমোতে বর্ণিত শর্তাবলী মেনে নেওয়া, এখন ইনক্যুরিয়াম অনুসারে আদেশের সুবিধা নিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, প্রতি বছর চাকরির শর্তাবলী সম্পর্কিত কর্মসংস্থানের বিকল্পগুলিতে সম্মত হয়ে, রিট উত্তরদাতারা প্রতি বছর চুক্তির শর্তাবলীতে সম্মতি দিয়েছেন। কেবলমাত্র আগে ভুল করা হয়েছে বলে, এর অর্থ হল যে উত্তরদাতাদের একই - এর সুবিধা নেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত।

৫৫। রিট আবেদনকারীদের আইনজীবী সুব্রত ঘোষ ভারতীয় নৌবাহিনীর অসামরিক (উপরে উল্লিখিত) সিদ্ধান্তকে আলাদা করে বলেছেন যে, এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে বর্তমান মামলার কোনও যোগসূত্র নেই, কারণ সমস্ত পলিটেকনিকের ওয়ার্কশপ প্রশিক্ষকের পদগুলি একই ধরনের দায়িত্ব পালন করে এবং একই নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়। উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি দুটি ভিন্ন নিয়মের উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে যা বর্তমান সি. এস. ই-তে এককভাবে অনুপস্থিত। এটি আরও জমা দেওয়া হয় যে রিট আবেদনকারীদের ২২৫৪ জানুয়ারী, ১৯৮৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ২১- সংস্করণ (টি. ই. টি)/১০আর-৩/৮৬ অনুসারে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছিল এবং রয়েছে, এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যে তাদের প্রয়োজনীয় ডিগ্রি যোগ্যতা নেই তা টেকসই নয়।

৫৬. এই বিবরণগুলির উপর আপিলের শুনানি হয়েছিল।

৫৭. বিদ্বান একক বিচারকের সামনে উত্থাপিত বিষয়টি বিতর্কিত আদেশের ১২ অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যে ধরা হয়েছে যা পড়েঃ

> *১২. আবেদনকারীদের মূল যুক্তি হল যে বিভিন্ন পলিটেকনিকের (সরকার এবং পৃষ্ঠপোষক) সমস্ত কর্মশালা প্রশিক্ষক একই বা একই ধরনের কাজ করছেন এবং এই ধরনের কোনও বৈষম্য তাদের মধ্যে প্রবর্তন করা যাবে না।*

৫৮। রিট পিটিশন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে বিদ্বান একক বিচারকের ছিল স্বীকার করেছে যে আবেদনকারীরা একই ধরনের কাজ করছে এবং

সমান কাজের জন্য সমান বেতনের নির্ধারিত নীতির ভিত্তিতে তাদের অন্যদের তুলনায় কম বেতনে রাখা যাবে না। রিট আবেদনকারী ব্যতীত সরকারের অন্যান্য কর্মশালা প্রশিক্ষক এবং স্পনসরড পলিটেকনিকরা ১৯৮৭ সালের আগে বা তার পরে তাদের যোগ্যতা এবং নিয়োগ নির্বিশেষে টাকা৪২৫-১০৫০ এর স্কেল পাচ্ছেন। ১৯৯৮ সালের ডব্লিউপি ৩২২২ (ডাব্লু) এর তুলনায় বর্তমান আবেদনে কোনও পার্থক্য নেই। এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে তাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব ১৯৯৮ সালের ডব্লিউপি ৩২২২ (ডাব্লু)-এ রিট আবেদনকারীর কর্তব্য এবং দায়িত্বের সমান এবং যুক্তির সমতার ভিত্তিতে আবেদনকারীরা একই এর অধিকারী ১৯৯৮ সালের ডব্লিউপি ৩২২২ (ডাব্লু)-তে আবেদনকারীদের জন্য বর্ধিত সুবিধা।

৫৯। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে এই ধরনের সমতা সম্পর্কিত পরামিতিগুলি সন্তুষ্ট হয় এবং আবেদনকারীদের অনুরূপ সুবিধাগুলি অস্বীকার করা যায় না। ডিগ্রি বা দায়িত্ব, নির্ভরযোগ্যতা এবং গোপনীয়তার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই এমন পদগুলির জন্য বেতন স্কেলের পার্থক্য বৈধ শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রের মধ্যে পড়বে না। বিষয় পদগুলির কাজের প্রকৃতি রেফারেন্স পদগুলির তুলনায় একই এবং কম কঠিন নয়। আবেদনকারী এবং আবেদনকারীদের মধ্যে পূর্ববর্তী রিট পিটিশনে পার্থক্য যা মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তি দিতে চেয়েছিলেন তা নয় যে কোনও বৈধ ভিত্তির উপর ভিত্তি করে।

৬০. বিদ্বান একক বিচারক বিভিন্ন স্মারকলিপির কথা উল্লেখ করেছেন যার মাধ্যমে সরকার পূর্ববর্তী রিট কার্যধারায় গৃহীত আদেশ মেনে আদেশটি কার্যকর করেছে এবং রিট আবেদনকারীরা যারা একই এবং সমান ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন একই ধরনের সুবিধাগুলি অস্বীকার করা যেত না।

৬১। হুগলি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং মালদার ওয়ার্কশপ প্রশিক্ষকদের দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা সরকারী পলিটেকনিকের ওয়ার্কশপ প্রশিক্ষকদের (বাণিজ্য শংসাপত্রধারী) বেতনের সংশোধিত স্কেলের যোগ্যতা সম্পর্কে শিক্ষা বিভাগের কারিগরি শাখা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপ-সচিব দ্বারা ১২২ মে, ১৯৮৩ এবং ৮ জুলাই, ১৯৮৩ তারিখে জারি করা স্মারকলিপিটিও বিদ্বান একক বিচারক উল্লেখ করেছেন ১৯৯৫ সালের সিও ৩০২১ (ডব্লিউ)-এ পলিটেকনিক।

৬২। উভয় সংশোধিত স্মারকলিপিই ২২৭৪ আগস্ট, ১৯৯০ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে উত্তরদাতাদের এই ধরনের কে টাকা৪২৫-১০৫০ এর সংশোধিত বেতন স্কেলের সুবিধা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কর্মশালার প্রশিক্ষক হুগলি।

৬৩। একই এবং অনুরূপ বিষয় সম্পর্কিত পূর্ববর্তী কার্যধারায় গৃহীত এই সমস্ত আদেশ রাজ্য কর্তৃক গৃহীত এবং বাস্তবায়িত হয়েছে তা লক্ষ্য করে একক বিচারক, রিট আবেদনকারীরা একই ধরনের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী এবং

তদনুসারে বিদ্বান একক বিচারক আবেদনকারীদের ১৯৮১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে রিট আবেদনকারীদের '৪২৫-১০৫০' টাকা-এর সংশোধিত বেতন স্কেলের সুবিধা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তারপরে সংশ্লিষ্ট স্কেল বা স্কেলগুলিতে যা সময়ে সময়ে সংশোধন করা হয়েছে। আবেদনকারীদের আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে রিট পিটিশন দাখিলের তারিখ থেকে বকেয়া অর্থ যোগাযোগের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে বিতরণ করার জন্য এই ক্রম।

৬৪। এই আদেশে রাজ্য ক্ষুব্ধ।

৬৫। সুতরাং, মূল যে বিষয়টি বিবেচনার জন্য পড়েছে তা হল শিব নারায়ণ চক্রবর্তীর (উপরে) বর্ধিত বেতনের স্কেল সম্পর্কে উত্তরদাতা/রিট আবেদনকারীদের দাবি। দাবির ভিত্তি মনে হয় যে তারা শিব নারায়ণ চক্রবর্তী এবং অন্যান্য ২১ জনের মতো একই রকম এবং পরিস্থিতিগত এবং যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তাদের দাবি মেনে নিয়েছে এবং বিদ্বান একক বিচারকের দ্বারা প্রদত্ত আদেশ কার্যকর করেছে, তাই উত্তরদাতাদের/রিটের ক্ষেত্রেও একই ধরনের সুবিধা বাড়ানো প্রয়োজন আবেদনকারীরা।

৬৬। বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জেনারেল সরকারি পলিটেকনিক এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত পলিটেকনিকের ওয়ার্কশপ/মিস্ত্রি প্রশিক্ষকদের সম্পর্কিত বিভিন্ন সরকারি আদেশ এবং নিয়ম আমাদের ব্যাখ্যা করেছেন। স্বীকার করতেই হবে যে, শিব নারায়ণ চক্রবর্তী এবং আরও ২১ জন, তাদের নিয়োগের সময়, স্কেল নং ১১ দাবি করতে পারতেন না কারণ তারা ২৮শে জুলাই, ১৯৮১ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ৫৬৯১-এফ-এর মাধ্যমে প্রকাশিত ROPA বিধি, ১৯৮১ অনুসারে ডিপ্লোমাধারী ছিলেন না।

৬৭। ১৯৮১ সালের আগে সরকারি পলিটেকনিকের কর্মশালা প্রশিক্ষকদের বেতন স্কেল ছিল টাকা২৩০-৪২৫-আরওপিএ, ১৯৭০ অনুসারে টাকা২৫০-এর উচ্চ প্রাথমিক সূচনা সহ। যেখানে, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত পলিটেকনিকের কর্মশালা/মিস্ত্রি প্রশিক্ষকদের বেতন স্কেল ছিল টাকা২৩০-৪২৫-। রিট আবেদনকারীদের প্রাথমিকভাবে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত পলিটেকনিকের কর্মশালা প্রশিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল, যেমন বেলুরের রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প মন্দির এবং রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প পীঠ, বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা।

৬৮। ১৯৮১ সালের বেতন ও ভাতা বিধিমালার সংশোধন, যা ২৮.০৭.১৯৮১ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ৫৬৯১-এফ এর মাধ্যমে জারি করা হয়েছিল, সরকারি পলিটেকনিকের ওয়ার্কশপ/মিস্ত্রি প্রশিক্ষকদের জন্য তিনটি যোগ্যতা-সংযুক্ত বেতন স্কেল নির্ধারণ করে। তৎকালীন বেতন কমিশন এই বেতন স্কেলগুলি সুপারিশ করেছিল।

৬৯। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত পলিটেকনিকদের ক্ষেত্রে তিনটি পৃথক বেতন স্কেলের এই ধরনের সুপারিশ অনুপস্থিত ছিল, যারা পৃথক আরওপিএ বিধি দ্বারা পরিচালিত এবং রোপা বিধি, ১৯৮১ অনুসারে,

যার বেতন স্কেল ছিল '৩৬০০-৮১৫-টাকা (স্কেল ৮) স্মারকলিপির পরিপ্রেক্ষিতে নং ৩৭২-সংস্করণ (বি) তারিখ ৩১.০৭.১৯৮১ এবং পরবর্তী আরওপিএ নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে এটি ১২০০-২৩৬০ টাকা -এ সংশোধন করা হয়েছিল জারি করা স্মারকলিপি নং ৩৩- সংস্করণ (বি) তারিখ ০৭.০৩.১৯৯০।

৭০. আর. ও. পি. এ বিধিমালা, ১৯৮১ কার্যকর হওয়ার পর কর্মশালার প্রশিক্ষকদের একটি দল সমান কাজের জন্য সমান বেতনের ভিত্তিতে তাদের উচ্চতর যোগ্যতার কারণে ১৯৮৫ সালের মহামান্য হাই করুট (শিব নারায়ণ চক্রবর্তী এবং ২১ ও. আর. বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য)-এর কাছে রিট পিটিশন দাখিল করে। রিটে, মাননীয়া আদালত রাজ্যকে, একপক্ষীয়ভাবে, বেতনের সংশোধিত স্কেল মঞ্জুর করার নির্দেশ দিয়েছিল এই ধরনের আবেদনকারীদের প্রতি।

৭১। এরপরে, সরকারী এবং স্পনসরড পলিটেকনিকগুলিতে ওয়ার্কশপ প্রশিক্ষক/মিস্ত্রি প্রশিক্ষক পদে নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১৯৮৬ সালের নিয়োগ বিধিমালা কার্যকর হয়, যেখানে সমস্ত পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা হিসাবে সকলের জন্য ৩৮০-৯১০ টাকা -(স্কেল-৯) এর একক স্কেল নির্ধারিত করা হয়েছিল কর্মশালার প্রশিক্ষক/মিস্ত্রি প্রশিক্ষক একই।

৭২। ১৯৮৬ সালের নিয়োগ বিধি কার্যকর হওয়ার পরেও, মাননীয় আদালত ১৯৮৬ সালের নিয়োগ বিধিমালার পূর্বে নিযুক্ত কর্মশালা প্রশিক্ষক এবং ১৯৮৬ সালের নিয়োগ বিধিমালার পরিপ্রেক্ষিতে নিযুক্তদের মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করেনি।

৭৩। রাজ্য সময়ে সময়ে উচ্চতর বেতন অর্থাৎ ৪২৫-১০৫০ টাকা (আরওপিএ-র স্কেল ১১, ১৯৮১)) প্রদানের মাধ্যমে প্রদত্ত আদেশগুলি মেনে চলেছিল।

৭৪। নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮৬-এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি রিট আবেদনকারীদের দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি বা কোনও আইন আদালত এবং বিদ্বান একক বিচারকের আদেশ দ্বারা বাতিল করা হয়নি পূর্ববর্তী কার্যধারা এই জাতীয় বিধি, ১৯৮৬-এর পরিপন্থী ছিল।

৭৫। যাইহোক, রিট পিটিশন নিষ্পত্তি হওয়ার সময় এই বিষয়টি লর্ড সিঙ্গেল জুডের নজরে আনা হয়নি। আসলে রাষ্ট্র কোনও প্রতিনিধিত্ব করেনি এবং লর্ড সিগন্যাল জুজের বিবেচনা করার সুযোগ ছিল না বলা বিজ্ঞপ্তি।

৭৬। ২২৭৪ আগস্ট, ১৯৯০ তারিখের বিদ্বান একক বিচারপতির আদেশে আরও নথিভুক্ত করা হয়েছে যে রাজ্য কোনও প্রতিনিধিত্ব করেনি। এটি একটি একপক্ষীয় আদেশ ছিল। যদিও এই আদেশটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দ্বারা কার্যকর করা হয়েছিল, তবে, পরবর্তী সময়ে, যখন অনুরূপ বিষয়টি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছিল এবং প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞপ্তি/বিজ্ঞপ্তিগুলি কিছু কার্যধারায় নজরে আনা হয়েছিল, তখন শিব -এর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রিট আবেদনকারীদের সুবিধার্থে পূর্ববর্তী একপক্ষীয় আদেশ জারি করা হয়েছিল নারায়ণ চক্রবর্তীকে (সুপ্রা) প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

৭৭। শ্রী ঘোষ গণেশ চন্দ্র সামন্ত (উপরে) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত এবং জগদীশ সিং ও অন্যান্যদের (উপরে) সুবিধাগুলি দাবি করার সিদ্ধান্তের উপর অনেক জোর দিয়েছিলেন শিব নারায়ণ চক্রবর্তী এবং আরও ২১ জনের কাছে প্রসারিত।

৭৮। যেমনটি আগে লক্ষ্য করা গেছে, নিঃসন্দেহে, মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ বিলম্বের ভিত্তিতে রাজ্যের আবেদন খারিজ করে দেয় এবং বিশেষ ছুটির আবেদনটি এই পর্যবেক্ষণের সাথে খারিজ করে দেওয়া হয় যে বিষয়টি পণ্ডিত একক বিচারপতির পাশাপাশি মাননীয় দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ভুল বিজ্ঞপ্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ডিভিশন বেঞ্চকে "খোলা রাখা হয়েছে"।

৭৯। এই পর্যবেক্ষণটি স্পষ্টভাবে প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞপ্তি এবং সরকারী আদেশের বিবেচনার ভিত্তিতে পর্যালোচনা এবং পুনর্বিবেচনার জন্য ইস্যুটিকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে যা -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে লিখুন/উত্তরদাতারা।

৮০. বিদ্বান একক বিচারক এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছেন যে, রাজ্য শিব নারায়ণ চক্রবর্তী এবং আরও ২১ জন এবং গণেশ চন্দ্র সামন্ত এবং অন্যান্যদের (উপরে) একটি আদর্শ নিয়োগকর্তা হিসাবে আদেশটি গ্রহণ করার পরে রিট আবেদনকারীদের এই ধারণার ভিত্তিতে রিট আবেদনকারীদের এই ধরনের সুবিধা প্রদান করতে হবে যে রিট আবেদনকারীরা একই রকম স্থাপন করা হয়েছে।

৮১। রিট আবেদনকারীদের সবাইকে ১৯৯৭ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে নিয়োগ করা হয়। রিট আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনের অধীনে প্রযোজ্য নিয়মগুলি হবে ১৯৮৭ সালের বিজ্ঞপ্তি এবং ২০০১ মেমো। ১৯৮৭ সালের প্রজ্ঞাপনের ভিত্তিতে, ১৯৮৭ সালের ২২ জুন, ১৯৯১-এর পরে নিযুক্ত সরকারী ও সরকারী সহায়তাপ্রাপ্ত পলিটেকনিক সহ সমস্ত কর্মশালা/মিস্ত্রি প্রশিক্ষকদের জন্য সমানভাবে বেতনের স্কেল ৩৮০-৯১০ টাকা (স্কেল নং ৯ আরওপিএ ১৯৯১) নির্ধারণ করা হয়েছিল।

৮২। ২৭শে নভেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে গঠিত বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে, কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ ১৭ই মে, ১৯৯৯ তারিখ থেকে সরকারী স্পনসরিত পলিটেকনিকের বেতন স্কেল সংশোধন করে। ডিপ্লোমাধারী ওয়ার্কশপ প্রশিক্ষকদের জন্য, সংশোধিত বেতন স্কেল ছিল ৪৫০০-৯৭০০ টাকা (স্কেল নং ১০) এবং অন্যান্য বিভাগের জন্য, এটি ৪০০০-৮৮৫০ টাকা (স্কেল নং ৯) নির্ধারণ করা হয়েছিল। এর পরে ৩রা জানুয়ারী, ২০০১ তারিখের একটি সরকারি আদেশ জারি করা হয় যেখানে বলা হয় যে চতুর্থ বেতন কমিশন ওয়ার্কশপ/মিস্ত্রি প্রশিক্ষকদের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখেছে যে স্কেল নং ৯ থেকে স্কেল নং ১০ এ উন্নীত করার কোনও যোগ্যতা নেই কারণ ২২শে জানুয়ারী, ১৯৮৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রণীত নিয়োগ বিধি অনুসারে, সরকারী এবং সরকারী স্পনসরিত পলিটেকনিকের সমস্ত ওয়ার্কশপ/মিস্ত্রি প্রশিক্ষকদের যোগ্যতা এবং বেতন স্কেল একই থাকার কথা বলা হয়েছিল।

৮৩। রিট আবেদনের ভিত্তি হলো শিব নারায়ণ চক্রবর্তী এবং আরও ২১ জন (সুপ্রা) মামলায় প্রদত্ত আদেশ। বিজ্ঞ একক বিচারক শিব নারায়ণ চক্রবর্তী এবং গণেশ চন্দ্র সামন্ত (সুপ্রা) মামলায় প্রদত্ত আদেশের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন, যা ২১ জানুয়ারী, ১৯৮৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ২১-এডন(টিইটি)/১০আর-৩/৮৬, অর্থাৎ ১৯৮৭ সালের বিজ্ঞপ্তি এবং ৩ জানুয়ারী, ২০০১ তারিখের মেমো নং ৫-এফ(আইন) অর্থাৎ ২০০১ সালের মেমো সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত জারি করা হয়েছিল। এই বিজ্ঞপ্তিগুলি আইনের মতো কার্যকর এবং পক্ষগুলির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে যে বিষয়টির জন্য প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ।

৮৪। পদগুলির শ্রেণিবিন্যাস এবং বেতন স্কেল নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাইকোর্টগুলির বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা আর সমন্বিত নয়। অনেক সিদ্ধান্তে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে পদগুলির সমীকরণ এবং বেতনের সমীকরণ একটি জটিল বিষয় যা বিশেষজ্ঞ সংস্থার কাছে রেখে দেওয়া উচিত যদি না কোনও নির্দিষ্ট এবং দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য রেকর্ডে যথাযথ উপকরণ না থাকে যে কোনও নির্দিষ্ট পদের জন্য বেতন স্কেল নির্ধারণ করার সময় একটি ত্রুটি ঘটেছিল এবং আদালতের হস্তক্ষেপ বাতিল করার জন্য একেবারে প্রয়োজনীয় ন্যায়বিচার পালটে ফেলার জন্য।

৮৫। ২০০১ সালের ৩৪শে জানুয়ারি সরকারি স্মারকলিপিতে উল্লিখিত [পঞ্চম বেতন কমিশনের] সুপারিশটি বিশেষজ্ঞদের একটি সংস্থার একটি মতামত যা হালকাভাবে হস্তক্ষেপ করা যায় না কারণ বেতন কমিশনকে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করার পরে কাজের মূল্যায়নের জন্য কঠোর অনুশীলন করার কথা বলা হয় যেমনঃ

- কাজের প্রকৃতি
- কর্তব্য
- জবাবদিহিতা এবং পদগুলির সাথে সংযুক্ত দায়িত্ব।
- একটি নির্দিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের উপর প্রদত্ত ক্ষমতার পরিমাণ।
- প্রচারমূলক উপায়
- পরিষেবার শর্তাবলী পরিচালনাকারী সংবিধিবদ্ধ নিয়ম।
- অনুরূপ কাজের সাথে অনুভূমিক এবং উল্লম্ব আপেক্ষিকতা ইত্যাদি।

[দেখুনঃ ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম ইন্ডিয়ান নেভি কুইলিয়ান ডিজাইন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং ২০২৩ সালে রিপোর্ট করা আরেকটি এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ১৭৩; বিহার রাজ্য বনাম বিহার মাধ্যমিক শিক্ষক সংগ্রাম কমিটি রিপোর্ট করেছে (২০১৯) ১৮ এস. সি. সি ৩০১ এবং হরিয়ানা রাজ্য বনাম চরণজিৎ সিং রিপোর্ট করেছে (২০০৬) ৯ এস. সি. সি ৩২১]।

৮৬। আদালত ধারাবাহিকভাবে বলে আসছে যে, দুটি পদে কাজের প্রকৃতি কমবেশি একই রকম মনে হলেও, পদের শ্রেণীবিভাগ এবং বেতন স্কেল নির্ধারণের সাথে যদি উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্য অর্জনের যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক থাকে, তাহলে বেতন কমিশন সুপারিশ করার ক্ষেত্রে ন্যায্য হবে এবং রাজ্য আপাতদৃষ্টিতে একই রকম পদের জন্য ভিন্ন বেতন স্কেল নির্ধারণের ক্ষেত্রে ন্যায্য হবে।

৮৭. আর্থিক প্রভাব জড়িত বিষয়ে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতাও খুব সীমিত। আদালতগুলি বছরের পর বছর ধরে বেতন কমিশনের প্রজ্ঞার প্রতি যথাযথ বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়েছে এবং আর্থিক প্রভাব জড়িত এই জাতীয় নীতিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেনি যদি না স্বেচ্ছাচারিতা বা অন্যায়ের একটি স্থূল মামলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮৮। সমান কাজের জন্য সমান বেতনের নীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনও যান্ত্রিক প্রয়োগ নেই এবং অনুচ্ছেদ ১৪ নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে যুক্তিসঙ্গত শ্রেণিবিন্যাসের অনুমতি দেয় এবং যারা বাদ পড়েছে তাদের তুলনায় গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং নিয়োগের প্রক্রিয়াগুলির পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে একটি শ্রেণিবিন্যাস এর পার্থক্যকে ন্যায়সঙ্গত করে বেতন স্কেল। [*দেখুন বিহার রাজ্য (উপরে)*]

৮৯। ১৯৮৭ সালের প্রজ্ঞাপনে স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, দুটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যে বেতন স্কেল উপেক্ষা করা হয়েছিল, তা মূলত রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উল্লিখিত দুটি সার্কুলারের অস্তিত্ব সম্পর্কে আদালতকে অবহিত না করার কারণে আমরা উল্লেখ করেছি। প্রকৃতপক্ষে, বিচারপতি কার গুপ্ত তাঁর লর্ডশিপের আদেশটি স্মরণ করার সময় উক্ত সার্কুলারের উল্লেখটি বিবেচনা করেছিলেন। প্রাথমিক আদেশটি উপরোক্ত দুটি বিষয়ে গৃহীত আদেশের উপর ভিত্তি করে ছিল যেখানে ১৯৮৭ সালের বিজ্ঞপ্তি এবং ২০০১ সালের মেমো বিবেচনা করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, ট্রাইব্যুনালের পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলি যেখানে রাজ্য আপত্তি জানিয়েছিল, পূর্ববর্তী দুটি সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং বিষয়টিকে যোগ্যতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তের জন্য সংরক্ষিত রেখেছিল।

৯০. জগদীশ সিং (সুপ্রা)-এর সিদ্ধান্ত রিট আবেদনকারীকে সহায়তা করে না কারণ এটি অস্থায়ী/নৈমিত্তিক কর্মচারীদের সমান বেতন স্কেলের দাবি বিবেচনা করছিল যা এখানে নয়। জগদীশ সিং (সুপ্রা)-এর ক্ষেত্রে, মাননীয়া সুপ্রিম কোর্ট বিভাগে একই পদে অধিষ্ঠিত নিয়মিত কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম মজুরি/বেতন স্কেল প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। সাধারণত -এর মতো বিষয়গুলি মাথায় রেখে একটি বেতন কাঠামো তৈরি করতে হয় নিয়োগের পদ্ধতি এবং নিয়োগকর্তাদের অর্থ প্রদানের ক্ষমতা।

৯১। নিয়োগের যোগ্যতা এবং নিয়োগের ধরণ, প্রশিক্ষণ, কর্তব্য এবং দায়িত্ব হল সমান বেতনের ছাড়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিবেচনা করা প্রয়োজনীয় কিছু বিষয়। প্রকৃতপক্ষে, চতুর্থ বেতন কমিশন ১৯৮৭ সালের বেতন স্কেলের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি পুনরুদ্ধারের সুপারিশে এর উত্তর দিয়েছে, যেখানে উল্লেখিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আবেদনকারীরা উক্ত বিজ্ঞপ্তি এবং সরকারি আদেশ দ্বারা আবদ্ধ। এই বিজ্ঞপ্তিগুলি চ্যালেঞ্জের আওতায় নেই।

৯২। তাছাড়া, ১৯৮৭ সালের আগে তাঁরা বেতন স্কেলের সুবিধা দাবি করতে পারতেন না কারণ তাঁদের সবাইকে ১৯৯৭ সালে নিয়োগ করা হয়েছে এবং ২০০০। উত্তরদাতারা রিট আবেদনকারী নং ৮ এবং ১৩ শুধুমাত্র

১৯৮৭ সালের আগে বিদ্যমান বেতনের স্কেলের মতো সুবিধাগুলির অধিকারী এবং তাই উল্লিখিত উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে রিট পিটিশন অনুমোদিত। বিলম্বের ভিত্তি তাদের বৈধ দাবির জন্য বাধা হিসাবে কাজ করতে পারে না যার কোনও যৌক্তিকতা ছাড়াই তাদের অস্বীকার করা হয়েছিল। একটি মডেল নিয়োগকর্তা হিসাবে রাষ্ট্রকে কোনও বৈধ দাবিকে পরাজিত করতে শোনা যায় না। তাদের পরিষেবা গ্রহণ করার পরে রাষ্ট্র তাদের নিযুক্তির পর থেকে যে পরিমাণ বেতনের অধিকারী ছিল তা দিতে বাধ্য। আমরা জনাব অ্যাটর্নি জেনারেলের যুক্তির সাথে একমত নই যে বিলম্বের ভিত্তিতে রিটের দাবিগুলি আবেদনকারী নং ৮ এবং ১৩ জনকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

৯৩। অন্যথায় নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮৬-এর প্রাসঙ্গিক বিধানের অভাবে এবং অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে সমতুল্য আদেশের উপর নির্ভর করে দাবি করা যায় না। এমনকি এটিও মেনে নেওয়া হয় যে দুটি বিষয়ে কিছু রিট আবেদনকারীকে সংশোধিত বেতন স্কেল বাড়ানো হয়েছে যা সমস্ত রিট আবেদনকারীদের সহায়তা করতে পারে না কারণ দুটি ভুল একটি অধিকার তৈরি করে না। এটা স্পষ্ট যে শিব নারায়ণ চক্রবর্তী এবং ২১ জন অন্যান্য বা গণেশ চন্দ্র সামন্ত এবং অন্যান্য কেউই উচ্চতর বেতনের অধিকারী ছিলেন না কারণ তাদের মামলাগুলি ১৯৮৭ সালের বিজ্ঞপ্তি এবং ২০০১ সালের মেমো বিবেচনা না করে এবং ১৯৯৬ সালের টিএ অন্য ক্ষেত্রে করা হলে, অন্য ভুল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া উচিত।

এটি একটি ভুল অধিকার স্থাপন করবে না, তবে এটি আরেকটি ভুল স্থায়ী করবে। এই জাতীয় বিষয়ে কোনও বৈষম্য জড়িত নেই, **ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (ইউওটি) এবং আরেকজন বনাম ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোং-এর জে আরিয়াত প্রসাদ, ২০০৩ সালে রিপোর্ট করেছেন (৫) এসসিসি ৪৩৭ (অনুচ্ছেদ-৪৩)।** উপরন্তু, উত্তরদাতারা নেতিবাচক সমতার ভিত্তিতে তাদের মামলাটিকে শক্তিশালী করতে পারে না। তাদের অন্য কোনও ভিত্তিতে তাদের মামলার শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং সফল হতে হবে এবং দাবি করে নয় ঋণাত্মক সমতা।

৯৪। ২০২২ সালে রিপোর্ট করা জি সাদাসিভান নায়ার বনাম কোচিন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (৪) এস. সি. সি ৪০৪ অনুচ্ছেদ ১৯; চেব্রোলু লীলা প্রসাদ রাও ও অন্যান্য বনাম এ. পি. রাজ্য এবং অন্যান্য ২০২১ (১১) এস. সি. সি ৪০১ অনুচ্ছেদ ৯৫, সহ বহু সংখ্যক রায়ে এই দৃষ্টিভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে কয়েকটি নাম।

৯৫। চেব্রোলু লীলায় (উপরে উল্লিখিত) পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে সমতার ধারণাকে আরেকটি ভুল করার জন্য চাপ দেওয়া যায় না। সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত সমতার ধারণাটি একটি ইতিবাচক ধারণা। এটি নেতিবাচক সমতার ধারণা নয়। এটি একটি অবৈধতাকে স্থায়ী করার জন্য ব্যবহার করা যায় না। সাম্যের মতবাদটি হবে না। আকৃষ্ট হয় যখন অবৈধতার ভিত্তিতে সুবিধাগুলি প্রদান করা হয়,

৯৬. তাৎক্ষণিক মামলায়, বিজ্ঞ একক বিচারকের উপর নির্ভরশীল সিদ্ধান্তগুলি প্রতিকারমূলক। ভুলের ভিত্তিতে অন্যদের উপর প্রদত্ত সুবিধার বর্ধিতকরণ একটি প্রয়োগযোগ্য আইনি অধিকারের ভিত্তি তৈরি করতে পারে না। (2020 সালে রিপোর্ট করা Rwmwi Borgoyary বনাম ভারত সরকার দেখুন (15) SCC 546 অনুচ্ছেদ 13)।

৯৭। এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে, বিদ্বান একক বিচারক ১৯৮৭ সালের বিজ্ঞপ্তি এবং ২০০১ সালের মেমো উপেক্ষা করেছেন যা রিট আবেদনকারীদের জন্য প্রযোজ্য ছিল এবং কেবলমাত্র আদেশের ভিত্তিতে রিট পিটিশনগুলির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যা ইনক্যুরিয়াম অনুসারে, আদেশটি চ্যালেঞ্জের অধীনে পরিবর্তনের সাথে আলাদা করে রাখা প্রয়োজন।

৯৮। এইভাবে আমরা শুধুমাত্র রিট আবেদনকারী/উত্তরদাতাদের ৮ এবং ১৩ জনকে ত্রাণ দেওয়ার অনুমতি দিয়ে বিদ্বান একক বিচারকের আদেশকে আংশিকভাবে সংশোধন করি এবং বাকিগুলির বিপরীতে আলাদা করে রাখি। রিট আবেদনকারী/উত্তরদাতা নং ৮ এবং ১৩ সম্পর্কিত বিদ্বান একক বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ মেনে চলার সময় তিনটি তারিখ থেকে সপ্তাহ দ্বারা বাড়ানো হয়েছে।

৯৯। আংশিকভাবে আপিল অনুমোদিত। তদনুসারে ২০২১ সালের ক্যান ২ এই ক্রম অনুসারে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১০০। তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

[সৌমেন সেন, বিচারপতি]

আমি একমত।

[উদয় কুমার, বিচারপতি]

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly